গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd.

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০১৭.০০.০০.০০১.২০১২- ৯৪৪৩ তারিখ : ৩০ নভেম্বর, ২০১৫।

বিষয় : জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচির খুলনা জেলার খসড়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজনক্রমে মতামত প্রদান।

সূত্র : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫২.০৫৪.০১৪.০০.০০.০১৮.২০১৪-২৬১; তারিখ : ০৫ নভেম্বর, ২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি (সংলগ্নীসহ) এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত খুলনা জেলার ৯টি উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইক্রমে খসড়া পাণ্ডুলিপিটি আগামী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ৯০ (নব্বই) পাতা।

৩০/১১/২০১৫
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৬২২৪৭

জেলা প্রশাসক
খুলনা।

অনুলিপি :
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,.....উপজেলা, ~~বাগেরহাট~~। খুলনা
২। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৭৭

10 NOV 2015

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.sid.gov.bd

নথি নং- ৫২.০৫৪.০১৪.০০.০০.০১৮.২০১৪-২৬১ তারিখঃ ০৫/১১/২০১৫ খ্রি:

বিষয়ঃ জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচির খুলনা জেলার খসড়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন / সংযোজন / বিয়োজন ক্রমে মতামত সংক্রান্ত।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় “জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি” কর্তৃক বিগত ০১/১১/২০১৫ তারিখে অত্র কার্যালয়ে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গেজেটিয়ার সম্পাদনা পরিষদের প্রধান সম্পাদক ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সভায় খুলনা জেলার প্রণীতব্য গেজেটিয়ার পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনমতে সংশোধন / সংযোজন / বিয়োজনক্রমে মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ / প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মতে পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় এতদসঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, গেজেটিয়ার প্রণয়নে সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ / প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত রয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে প্রয়োজনমতে সংশোধন / সংযোজন / বিয়োজনক্রমে মতামতসহ আগামী ২০/১১/২০১৫ তারিখের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ তরিকুল আলম
উপ সচিব
ও
কর্মসূচি পরিচালক
ফোন-৮১৮১৩১২

সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং ......
তারিখ: ......
স্বাক্ষর ......

সংযুক্তি :- অধ্যায় :- ১৩তম - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৯) পাতা।

ক্রমিক নং .... তারিখ ......
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো।
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
যুগ্ম-সচিব (অডিট)
যুগ্ম-সচিব ( )
উপ-সচিব ( )
সিঃ সঃ সচিব (
পার্সোনাল অফিসার
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগতির জন্য)
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগতির জন্য)
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। (সদয় অবগতির জন্য)
৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৫। অফিস কপি।

অধ্যায়-১৩

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

স্থানীয় সরকার

মৌর্য যুগে এবং মৌর্য-পূর্ব যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪-১৮৩ অব্দ) বাংলায় স্থানীয় সরকার বা শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল । সে সময় গ্রামের বিশিষ্ট পরিবারের প্রবীণদের দ্বারা একটি পরিষদ গঠন করা হতো। এ পরিষদ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে গ্রামের প্রশাসনের কাজ চালাত। তবে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সঠিকরুপ অজানা রয়ে গেছে। গুপ্ত শাসনকালে (৩২৪-৫৩৫ সালে) নগর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে দেশ শাসন করা হতো। গুপ্ত আমলে বাংলার প্রশাসন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল, যথা- ভূক্তি,' বিষয়', 'মন্ডল', 'বীথি' ও 'গ্রাম'। এ পর্যায়গুলো বর্তমানে 'বিভাগ', 'জেলা', 'মহকুমা', 'থানা' এবং গ্রামের সংগে তুলনীয়। পাল সম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে) বাংলাদেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছিল।পাল রাজাদের পরে বাংলায় সেন বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেন আমলে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়নি। তুর্কী যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর হাতে সেন বংশের পতন ঘটে।

গ্রাম প্রশাসনের কাজকর্ম সাধারণত গ্রামের মোড়ল দ্বারা পরিচালনা করা হতো। গ্রাম মোড়ল সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রে বহাল থাকত। প্রতিটি গ্রাম সরকার নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা, ধর্ম ও গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখত। মুঘল আমলে বাংলাকে সুবা বা প্রদেশে পরিবর্তন করা হয় এবং শাসনকর্তা পদে সুবাদার নিয়োগ করা হয়। সুবাকে "সরকার" এ বিভক্ত করে ফৌজদারকে তার শাসক এবং সরকারকে "পরগনায়" বিভক্ত করে শিকদারকে তার শাসক এবং থানাকে "মৌজায়"এবং মৌজাকে "মহল্লায়" বিভক্ত করে যথাক্রমে চৌকিদার ও মহল্লাদার বা মল্লিককে তার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। মুগল আমলে পঞ্চায়েতের উপর গ্রাম প্রশাসনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পরিষদ বা পঞ্চায়েত ছিল।

ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ শাসকগণ দ্রুতই এ দেশের প্রশাসনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন পাশ করা হয় । এ আইন গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্বশাসনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । এই আইনের বলেই গ্রামাঞ্চলে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যেক জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রদেশের লেফটেনেন্ট গর্ভরনরকে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থাপন করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। খুলনা মিউনিসি

প্যালিটি ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সালের আগে এ জেলা যশোহরের একটি মহকুমা হিসেবে পরিগনিত ছিল তাই খুলনা সদরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা হতে দেরি হয়। জেলায় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস ১৮৮৬ সালে খুলনা জেলা বোর্ড গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠন

বেঙ্গল কাউন্সিল কর্তৃক গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৮৫ সালের "স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন এ্যাক্ট" পাশ হয় এবং ১৮৭১ সালের এ্যাক্টের অধীনে পূর্বতন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিস্তৃত রূপে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৬ সালে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠিত হয়

এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নিমিত্তে এটিই ছিল জেলার প্রধান স্তর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সরকার আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করতেন। বোর্ডের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকরিজীবী ব্যক্তি যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তৎকালীন খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের গঠনঃ

বোর্ড ৩ ভাগ নির্বাচিত সদস্য ও ১ ভাগ মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো।বিভিন্ন জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৬জন থেকে ৬৬জন পর্যন্ত হতো।বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন। এছাড়া নির্বাচিতদের মধ্য থেকে একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হতো। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করতেন। জেলার শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও জনমঙ্গলের যাবতীয় কাজ করত জেলা বোর্ড। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রাস্তা-ঘাট, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ, ফেরি ব্যবস্থাপনা, পথিকদের সুবিধার্থে সরাইখানা ও বাংলো নির্মাণ, কূপ ,পুকুর, জলাশয় খনন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্হা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন ডিসপেনসারি ও হাসপাতাল স্থাপন এবং পয়:প্রণালি ও নর্দমা, দূর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি দূর্যোগে সাহায্য ও গতিবিধান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান, খোয়ার সমূহের নিয়ন্ত্রণ,পশু চিকিৎসালেয় নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯-৪০ অর্থ বছরে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাজেট পরিমাণ ছিল ৫,৯১২১২ টাকা।

আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামক বিতর্কিত প্রশাসন পদ্ধতি চালু করেন ১৯৬০ সালে। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই এ ব্যবস্হা বিলুপ্ত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আইন,১৯৫১ এর ক্ষমতাবলে প্রবর্তিত এ ব্যবস্থায় স্হানীয় সরকার প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এ ব্যবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড -ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন বোর্ড -ইউনিয়ন কাউন্সিলে নামান্তরিত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অর্ডিন্যান্স,১৯৬০ এর বলে সব মিউনিসিপ্যালিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯৬০ সালে মোট ২৮ জন সদস্য নিয়ে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে যার ১৪ জন সরকার মনোনীত ,বাকি ১৪ জন নির্বাচিত সদস্য।ডেপুটি কমিশনার,খুলনা পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান এবং মৌলিক গণতন্ত্রের সহকারি পরিচালক (খুলনা) পদাধিকারবলে কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করতেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হতো।সরকারি সদস্যদের মধ্যে জেলার গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের প্রতিনিধি থাকতেন। ১৯৬০ সালে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আয়তন ছিল ১২,০৪৮.৭ বর্গকিলোমেটার (৪৬৫২ বর্গমাইল)।

বিভিন্ন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে চারটি দপ্তরে ভাগ করা হয়। কাউন্সিলকে কর নির্ধারণের ক্ষমতা দান করা হয়। কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক বিষয়ে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হতো।

আয়-ব্যয় :

১৯৬৬-৬৭ সালে কাউন্সিলের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮,২৯,০৮৮.০২ টাকা এবং উদ্বৃত্ত জের ছিল ১৮,৬৬,৯৯০.১১ টাকা। সমাপনী জের সহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৩,৩১,২৭২.২৬ টাকা।

২৬৮

খুলনা জেলা বোর্ড ১৯৭২

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক "লোকাল কাউন্সিল এ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটি (সংশোধনী)" আদেশ জারি করা হয় । এর বলে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ দ্বারা গঠিত সব স্থানীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য ও প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত করা হয় । জেলা কাউন্সিলকে পরে জেলা বোর্ডে রূপান্তর করা হয় । একজন সভাপতি, এক জন সহ-সভাপতি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ডের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় । কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা বোর্ডের কাজ পরিচলনা করতেন । জেলা বোর্ডের পূর্বতন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জেলা কাউন্সিলের কর্মচারীগণ জেলা বোর্ডের স্ব-স্ব দায়িত্বে বহাল থাকেন ।

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা বোর্ড জেলা পরিষদ নামে পুনর্গঠিত হয় । সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হয় । কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকতেন ।এর মেয়াদ ছিল প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর।

১৯৮৮ সালের ৪ জুন (২১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫) স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ রহিত করে সংশোধনীসহ নতুন স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাস হয়। নতুন আইন মোতাবেক প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হতো । জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন । জেলা পরিষদ সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে যে কোন কর, রেইট, টৌল এবং ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতেন।

জেলা পরিষদের কার্যাবলী

(১) জেলার সকল উন্নয়ন উদ্যোগের পুন:নিরীক্ষণ ।

(২) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা ।

(৩) সাধারণ পাঠাগার ব্যবস্থা ও রক্ষনাবেক্ষণ ।

(৪) উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সরকার কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ।

(৫) রাস্তার পার্শ্বে জনসাধানের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ ।

(৬) জনসাধারণের ব্যবহারার্থে উদ্যান ,খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাকরণ ও রক্ষনাবেক্ষণ ।

(৭) সরাইখানা, ডাকবাংলো এবং বিশ্রমাগারের ব্যবস্থাকরণ ও রক্ষনাবেক্ষণ ।

(৮) উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান ।

(৯) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ।

(১০) সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ ।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলা পরিষদের তথা খুলনা জেলার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,৫৩,১৮৫ । ১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে জেলা পরিষদে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,৫৫,৫২,৯৮৩.০০ টাকা (উৎস : সচিব, খুলনা জেলা পরিষদ)। খুলনা জেলা পরিষদের ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয় এর পরিমাণ একই ছিল এবং এর পরিমাণ ছিল ৬৩,৬২,৫৫২.৫৭ টাকা । খুলনা জেলা পরিষদে বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রশাসক, একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক শাখায় একজন সহকারি প্রকৌশলী ও একজন সচিব রয়েছেন। এছাড়া সাঁট মুদ্রাক্ষরিক, উচচমান সহকারি, অফিস সহকারি ও অফিস সহায়ক পদে কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছেন ।

ব্রিটিশ আমলের লোকাল বোর্ড :

১৮৫৫ সালের এ্যাক্ট '৩' এর বলে প্রাদেশিক সরকারের আদেশ অনুযায়ী লোকাল বোর্ডের নূন্যতম সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ ছিল নিয়োগপ্রাপ্ত ।

উক্ত আইনবলে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিন মহকুমার জন্য লোকাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল যা L.S.S.O Malley র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় । খুলনা সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ জন । এদের সবাই ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। লোকাল বোর্ডের বিধি কার্যবলীর মধ্যে ছিল ফেরি, খোয়াড়,দাতব্য চিকিৎসালেয়, স্বাস্থ্য বিধান, পানি সরবরাহ, গ্রাম্য পথ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা। লোকাল বোর্ডগুলো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ করার ক্ষমতা পায় । লোকাল বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না । নিজস্ব কোন আয়ের উৎসও ছিল না । ১৮৮৫ সালের লোকাল সেলফ গর্ভনমেন্ট এ্যাক্টের কিছু অংশ ১৯৩২ সালে সংশোধিত হয় । ১৯৩৬ সালে এ এ্যাক্টের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে লোকাল বোর্ডগুলো অবলোপণ করা হয় ।

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি :

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয় । ১৫ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয় । সদস্যদের মধ্যে ১০ জন ছিল নির্বাচিত, ১ জন ছিল মনোনীত এবং বাকি ৪ জন ছিল পদাধিকার বলে সদস্য । সে সময় মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ছিল ১২.০২ বর্গ কি: মি: (৪.৬৪ বর্গমাইল)। ১৯০১-০২ সালের অর্থ বছরের শেষের দিকের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ববর্তী দশ বছরের বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ২১,৬০০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১৯৮০০ টাকা ।

খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটি :

মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এর বলে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিকে পরে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে রূপান্তর করা হয় । ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল কমিটির আওতাধীনে লোকসংখ্যা ছিল ২,২৯,১৯৯ এবং এর আয়তন ছিল ৩৭.০৪ বর্গ কি.মি. (১৪.৩০ বর্গমাইল)। ২৮ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি ছিল; ১৪ জন নির্বাচিত এবং ১৪ মনোনীত ।এই মিউনিসিপ্যাল কমিটির অধীনে ১৪ টি ইউনিয়ন কমিটি কাজ করত । ১৯৬৫-৬৬ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটির মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪,০০,০০৪ টাকা এবং ১৯৬৪ -৬৫ সালে ছিল ৩৮,৬২,২৮৭ টাকা ।

খুলনা পৌরসভা :

বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এ্যান্ড খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (সংশোধনী) আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২০ শে জানুয়ারি খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি খুলনা পৌরসভা নামে নামান্তরিত হয় । বাংলাদেশ লোকাল গর্ভমেন্ট অর্ডার ১৯৭৩ অনুযায়ী জনগণের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা পৌরসভার লোকসংখ্যা ১,২৭,৯৭০ জন । এই সংখ্যা ১৯৭৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৩৭,৩০৪ জন । ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা পৌরসভার লোকসংখ্যা ৬,২৩,১৮৪ । ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরের খুলনা পৌরসভার বাজেট ছিল ৫,৭৮,৮৫,০৬৩.০০ টাকা ।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন :

১৯৮৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত বছরের ১২ই ডিসেম্বর থেকে খুলনা পৌরসভাকে খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়। কর্পোরেশনের এলাকার আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার । লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ।এ এলাকায় ৩১ টি ওয়ার্ড, ১২১৫ টি রাস্তা, ৬৪২.১৮কিমি ড্রেন , ১৫টি অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যাল, ৬৬২৫৭ টি হোল্ডিং , ২৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি সরকারি হাসপাতাল, ৭টি পার্ক , ৮টি কবরখানা, ৩টি শ্মশান, ২১ টি বাজার অবস্থিত। সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন- পার্ক ,খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ, কনজারভেন্সি কার্যক্রম যেমন- পরিস্কার পরিচ্ছনতা ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে।

আয়-ব্যয় : ১৯৯০-৯১ মোট আয়ের পরিমাণ ৫,০৭,৬১,২৯৯.০০ টাকা এর মধ্যে ৪,৬১,৮১,৬৫১.৮০ নিজস্ব এবং ৪৫,৭৯,৬৪৮.০০ অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মাসে কর ও অন্যান্য ফি বাবদ ২১৯৩২৮৬৫৪.১৪ টাকা আয় হয়েছে।

থানা কাউন্সিল :

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ,১৯৫৯ এর বলে থানা কাউন্সিল গঠিত হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটধিকারের ভিত্তিতে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান থানা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং সরকারি সদস্যদের সংখ্যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হতো । জেলা প্রশাসক সরকার কর্তৃক পদাধিকারীদের সরকারি সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করতেন । যে মহকুমার অন্তগর্ত সে মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে সেই থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন এবং থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকারবলে সদস্য এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন । থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল থানা এলাকার মধ্যে সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোর উন্নয়ন মূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা । ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকেই থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে যথারীতি পেশ করা হতো । থানা কাউন্সিলকেও তার কাজের জন্য জেলা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকতে হতো । জেলা কাউন্সিল সময় সময় থানা কাউন্সিলকে তার কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করত। কাউন্সিলের কর ধার্য করায় ক্ষমতা ছিল না ।

থানা উন্নয়ন কমিটি:

স্বাধীনতার পরে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিলোপ করা হয়।স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল (১) ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (২) থানা কাউন্সিল (৩) ইউনিয়ন কাউন্সিল (৪) টাউন কমিটি । ১৯৭২ সালের লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল (সংশোধনী) আদেশ অনুযায়ী থানা কাউন্সিলের নাম হয় উন্নয়ন কমিটি ।

থানা পরিষদ:

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বলে থানা উন্নয়ন কমিটি থানা পরিষদ নামে পরিচিত হয় । থানা পরিষদ গঠিত হয় প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারি সদস্য নিয়ে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা পরিষদে প্রতিনিধি সদস্য হন । যে মহকুমার অধীনে যে থানাটি, সেই মহকুমার প্রশাসক পদাধিকার বলে থানা পরিষদের প্রশাসক ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ।

১৯৮২ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য তিনজন মহিলা সদস্য ,উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সরকারি সদস্য এবং একজন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো । চেয়ারম্যান উপজেলার প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারি দায়িত্ব পালন করতেন । প্রায় ২০ জন সরকারি ও ১৮ জন স্থানীয় কর্মকর্তা উপজেলায় কর্মরত ছিলেন । তিনি পরিষদের সেক্রেটারি হিসাবে সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করতেন । বিভিন্ন রকম কর, ফি, টোল, রেট ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছিল ফলে প্রতিটি উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ।

মান উন্নীত থানা :

১৯৮২ সালে ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ,১৯৮২ ঘোষনা করা হয়। এ অধ্যাদেশ ৭ নভেম্বর ১৯৮২ থেকে কার্যকর করা হয়। অধ্যাদেশের আওতায় প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপ দেওয়া হয় এবং থানা প্রশাসনের নাম দেওয়া হয় উপজেলা প্রশাসন । খুলনা জেলার সকল থানাই এখন পুনর্গঠিত । ১৯৯১ সালে সরকার উপজেলা পদ্ধতি বিলুপ্ত করে পুনরায় থানা কাউন্সিলে রূপান্তর করেন। খুলনা জেলায় থানার সংখ্যা ১৪ টি যথা বটিয়াঘাটা, দাকোপ, দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, কয়রা, পাইকগাছা, ফুলতলা, রুপসা, সুন্দরবন, সুন্দরবন রিজার্ভ, তেরখাদা, সোনাডাঙ্গা, লবণচোরা।

চৌকিদারী এ্যাক্ট :

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৮৭০ সালে গ্রাম্য চৌকিদারী আইন (village chowkidary Act of 1870) পাশ করে। এই আইন বলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড এ্যাক্ট ১৯১৯ :

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালে। এই আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত উঠে যায় এবং পরিবর্তে অধিকতর কর্মক্ষমতা নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিল :

১৯৫৯ সালে বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডগুলি উঠে যায় এবং তদস্থলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সূচনা হয়। এই আদেশ অনযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিলই ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ইউনিট। এই কাউন্সিল ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর অনুরূপ ছিল।

ইউনিয়ন পঞ্চায়েত :

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির আদেশ বলে সৃষ্ঠ সমস্ত স্থানীয় সংস্থাগুলির বিলোপ সাধন করা হয় এবং সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ :

১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার(ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ইউনিয়ন পরিষদ নামে পরিচিত হয়। এক একটি ইউনিয়নে অর্ন্তগত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান , একজন ভাইস- চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান,নয়জন সদস্য এবং ২ জন মহিলা সদস্য নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে খুলনায় মোট ৬৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, ৩ জন মহিলা সদস্য ও নয়টি ওয়ার্ডে নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সরকারি বাজেটের বাইরে এলাকার ভূমি উন্নয়ন করের ১% এখন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট এর আওতায় স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান।

উপজেলা পরিষদ

খুলনা জেলা ০৯ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত । এ গুলোর বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো :

তেরখাদা উপজেলা :

১৯১৮ সালে তেরখাদা থানার সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলশ্রুতিতে থানাটি পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে উপজেলার মর্যাদা লাভ করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে তেরখাদা উপজেলাটি গুরুত্বপূর্ণ। তেরখাদা উপজেলার আয়তন ০.৫৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১,১৮,৮৫৪ জন। ইউনিয়ন পরিষদ-৪ টি, মৌজা ৩৩ টি এবং গ্রাম ১০০ টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ২৫ কিমি। এটি খুলনা-৬ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

ডুমুরিয়া উপজেলা :

খুলনা জেলার ০৯ টি উপজেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ উপজেলা ডুমুরিয়া। জনসংখ্যা ৩,০৭,৬৪৪ জন। ইউনিয়ন পরিষদ-১৪ টি, মৌজা ২০৪ টি এবং গ্রাম ২৩৭ টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ১৫ কিমি। এটি খুলনা-৫ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

দিঘলিয়া উপজেলা

৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে দিঘলিয়া উপজেলার সৃষ্টি হয়। দিঘলিয়া উপজেলা ০৬টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত। ভূখন্ড মূলতঃ ভৈরব নদীর পলি থেকে সৃষ্টি। জনসংখ্যা ১,৬৩,২৬৫ জন। ইউনিয়ন পরিষদ-০৬টি, মৌজা-৩২টি এবং গ্রাম ৫৮টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ১২কিমি। এটি খুলনা-৪ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

দাকোপ উপজেলা

দাকোপের উত্তরে বটিয়াঘাটা উপজেলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে পাইকগাছা উপজেলা অবস্থিত। জেলা সদর হতে দূরত্ব ২৬ কি:মি:। আয়তন ৯৯১.৯৮ বর্গ কিলোমিটার (সুন্দরবন সহ) এবং জনসংখ্যা ১,৫৮,৩০৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)। ইউনিয়ন পরিষদ-০৯টি, মৌজা-২৫টি এবং গ্রাম ১০৬টি। এটি খুলনা-১ নির্বাচনি এলাকার মধ্যে অবস্থিত। দর্শনীয় স্থান করমজল, হিরণপয়েন্ট দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত। দাকোপ উপজেলায় ১টি পৌরসভা আছে। দাকোপ উপজেলা থেকে সড়ক ও নৌপথে জেলা সদরে যাওয়া যায়।

রূপসা উপজেলা

জেলা সদর হতে দূরত্ব কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১) জন ৬০৪,৬৭,২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী । (ইউনিয়ন পরিষদ ,টি০৫-মৌজাটি। দর্শনীয় স্থান৭৮টি এবং গ্রাম ৬৪- সমূহ হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান পিঠাভোগ রবীন্দ্র)র স্মৃতি সংগ্রহশালা(, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন এর মাজার স্মৃতিসৌধ)), বীর বিক্রম মহিবুল্লার মাজার (স্মৃতিসৌধ)।

কয়রা উপজেলা

১৯৭৯ সালে প্রথমে এ উপজেলাটি থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় অতঃপর ১৯৮৩ সালে তারিখে থানা থেকে উপজেলায় উন্নীতকরণ করা হয়। উত্তরে-পাইকগাছা, দক্ষিণ ও পূর্বে সুন্দরবন ও দাকোপ উপজেলা, পশ্চিমে-সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা। জেলা সদর হতে দূরত্ব ১১০ কি:মি:, আয়তন ২৬৩.১২ বর্গ কিলোমিটার, ইউনিয়ন পরিষদ-০৭টি, মৌজা-৭২টি এবং গ্রাম ১২৫টি। কয়রা উপজেলা থেকে সড়ক ও নৌপথে জেলা সদরে যাওয়া যায়।

ফুলতলা উপজেলা

ফুলতলা উপজেলা ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ফুলতলা থানার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে উপজেলায় উন্নীত হয় ১৯৮৩ সালে। জেলা সদর হতে দূরত্ব ২২ কি:মি:। আয়তন ৭৪.৩৩ বর্গ কিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ-০৪টি, মৌজা-২৪টি এবং গ্রাম ৩৮টি। উপজেলার উত্তরে- অভয়নগর (যশোর), দক্ষিণে-দিঘলিয়া ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন, পূর্বে- অভয়নগর, পশ্চিমে-ডুমুরিয়া উপজেলা।

পাইকগাছা উপজেলা

পাইকগাছা উপজেলার উত্তরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা এবং খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা উপজেলা, এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও কালিগঞ্জ উপজেলা।জেলা সদর হতে দূরত্ব ৬৫ কি:মি:। আয়তন ৩৮৩.৮৭ বর্গ কিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ-১০টি, মৌজা-১৭৪টি এবং গ্রাম ২১২টি। জনসংখ্যা ২,৪৭,৯৮৩ জন। এটি খুলনা-৬ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

বটিয়াঘাটা উপজেলা

উত্তরে খুলনা সদর ও রূপসা উপজেলা, পূর্বে ফকিরহাট ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে দাকোপ ও পাইকগাছা উপজেলা এবং পশ্চিমে ডুমুরিয়া উপজেলা।জেলা সদর হতে দূরত্ব ১০ কি আয়তন ।:মি:২৩৫.৩২ বর্গ কিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ-০৭টিমৌজা ,-৩৬টি এবং গ্রাম ১৭২টি। জনসংখ্যা ১,৭১,৬৯১ জন। খুলনা জেলায় উপজেলা পরিষদ : ০৯ টি, পৌরসভা: ০২ টি, ইউনিয়ন পরিষদ: ৬৮ টি এবং ০১টি সিটি কর্পোরেশন।

সমবায়

খুলনা জেলায় সমবায় কার্যালয় মোট ১১ (এগার)টি। ০৯ (নয়)টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও ০১ (এক)টি মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কার্যালয় জেলা সমবায় কার্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত। এছাড়া বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ও ০১ (এক)টি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট খুলনা শহরে অবস্থিত। খুলনা জেলার বর্তমান জনবল কাঠামো নিম্নরূপঃ

সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গঠিত বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গড়ে ওঠা সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান, পরিদর্শন, অডিট, তদারকি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় সমিতি হতে সরকারি রাজস্ব আদায় এবং সমবায় সমিতির বিবাদ নিস্পত্তি জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রধান কার্যক্রম। খুলনা জেলায় বর্তমানে অডিটযোগ্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৮৬৩ টি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় সমিতির অডিট সম্পাদন করা হয়। সরকারি রাজস্ব অডিট ফি বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৬,৪৫,২৩০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ অডিট ফি আদায়ে প্রায় ২০% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে ৯,০৯,৬৮৮/- টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%। এছাড়াও নিবন্ধন ফি বাবাদ ১,০৫,৩০০/- টাকা সরকারি রাজস্ব খাতে জমা দেওয়া হয়েছে। খুলনা জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা ০২ টি ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সংখ্যা ২২টি। আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ২৭,৬০,৫০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে (আসল+সার্ভিস চার্জসহ) ২৬,১৬,১৫১/- টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৯৪%। আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮১,৫২,৫০০/- টাকা। এর মধ্যে (আসল+সার্ভিস চার্জসহ) ৫৩,৩১,৭৭৪/- আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৬৬% । খুলনা জেলায় ''দুগ্ধ সমবায় সমিতি কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলায় দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প'' চালু আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় ৫০০ টি গাভী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার মূল্য ২,৬০,০০,০০০/- টাকা এবং আরো ৫০০ টি গাভী ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার প্রতিটি উপজেলায় কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিটি সমবায় সমিতির তথ্য অনলাইনে ডাটা বেইজ সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরন প্রকল্প ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ীদের আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২৪৫০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। খুলনা জেলার সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৬৮৪ জন ব্যক্তির নিয়োগের মাধ্যমে ও প্রায় ১৮,০০০ জন লোকের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সমবায় সমিতিসমূহের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২২,০৬,১৬,০০০/- টাকা। সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪১,৩০,২৭,০০০/- টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১০০,৮৫,৩৯,০০০/-টাকা।তথ্য সূত্রঃ জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা।